অষ্টম অধ্যায়

“রাখিব নিরাপদ দেখাব আলোর পথ”

কারা অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পটভূমি : স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে কারাগারের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ১৯৩৮ সালে গ্রাম্য প্রতিপক্ষের প্রতিহিংসামূলক মামলায় বঙ্গবন্ধুর প্রথম কারা জীবন শুরু এবং ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি করাচির মিনওয়ালি কারাগার হতে মুক্তি লাভের মাধ্যমে তার কারা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বঙ্গবন্ধু তার জীবন ও যৌবনের গুরুত্বপূর্ণ ৩০৫৩ দিন কাটিয়েছেন কারাগারের চার দেয়ালের ভিতরে। তিনি বাংলাদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কারাগারের ভিতরে বসেই। "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" এবং "কারাগারের রোজনামচা" নামক গ্রন্থ দুটিতে বঙ্গবন্ধুর কারা জীবন এবং কারাগারের বিষয়াবলি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

শুধু বাংলাদেশ নয়, ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের অনেক কিছুর সাক্ষী এই কারাগার, মাস্টারদা সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমূখ রাজনৈতিক বন্দির নামের সাথেও কারাগারের নাম জড়িয়ে আছে। এই কারাগারেই নির্মমভাবে শহীদ হয়েছেন জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এ, এইচ, এম কামারুজ্জামান।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে একাধিকবার কারাবরণ করেছেন। ১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনকারী এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামিদের সাজা কার্যকর করা হয়েছে কারাগারে। এভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস এবং কারাগারের নাম একসাথে মিশে আছে। ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জনের পর ০৪টি কেন্দ্রীয় কারাগার, ১৩টি জেলা কারাগার এবং ৪৩টি উপ-কারাগার নিয়ে বাংলাদেশ জেল যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে বাংলাদেশে কারাগারের সংখ্যা ৬৮টি, তন্মধ্যে ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার ও ৫৫টি জেলা কারাগার নিয়ে বাংলাদেশ জেল কাজ করে চলছে।

ক্রমবিকাশ :

১৭৮৮ : পুরাতন ঢাকার চকবাজারে ক্রিমিনাল ওয়ার্ড নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশে কারাগারের যাত্রা শুরু।

১৮৬৪ : কারাগার সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য জেলকোড প্রণীত হয়।

১৮৯৪ : প্রথমবারের মত প্রিজন এ্যাক্ট প্রণীত হয়।

১৯০০ : প্রিজনারস এ্যাক্ট প্রণীত হয়।

১৯৪৭ : ২টি কেন্দ্রীয়, ১২ টি জেলা এবং ৩৭টি মহকুমা কারাগার নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান কারা বিভাগের যাত্রা শুরু।

১৯৫০ : পাকিস্তানী স্বৈরাচারী সরকার রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে খাপড়া ওয়ার্ডে বন্দিদের ন্যায্য দাবির প্রেক্ষিতে অনশনরত বন্দিদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে ৭ জন বন্দিকে হত্যা করে। এতে আরো ৩১ জন বন্দি গুরুতরভাবে আহত হয়।

১৯৭১ : মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ কারা বিভাগের ৫ জন সদস্য শহীদ হন। কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে কর্মকালীন সময়ে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল তারা নির্মমভাবে নিহত হন। ৪টি কেন্দ্রীয়, ১৩ টি জেলা এবং ৪৩ টি উপ-কারাগার নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের কারা বিভাগের যাত্রা শুরু হয়।

১৯৭৮ : কারাগারগুলোকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য বিচারপতি মুনিম হাসানের নেতৃত্বে মুনিম কমিশন গঠন করা হয়।

১৯৯৭ : উপ-কারাগারগুলোকে জেলা কারাগারে রূপান্তর করে কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সিনিয়র জেল সুপারের পদ সৃষ্টি হয়।

২০১৬ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কেরাণীগঞ্জে নির্মিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার উদ্বোধন এবং ৬,৫১১ জন বন্দিকে স্থানান্তর।

২০১৮: কারাগারে বন্দি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্দ অর্থের লভ্যাংশ হতে ৫০% সংশ্লিষ্ট কয়েদীকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৯: (১)সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার, কিশোরগঞ্জ, ফেনী, পিরোজপুর ও মাদারীপুর জেলা কারাগার নতুনভাবে নির্মাণ এবং বন্দি স্থানান্তর। এতে কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৩৯৫০ জন বৃদ্ধি পায় ।বন্দিদের সকালের নাস্তার মেন্যু পরিবর্তন করে সপ্তাহে ৪ দিন সবজি-রুটি, ২ দিন খিচুড়ি ও ১ দিন হালুয়া-রুটি প্রদান ।

(২) কারাবন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের প্রতি দর্শনের (Per Visit) সম্মানী ৫০/- টাকার স্থলে ২০০/- (দুইশত) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;

২০২০: (১) বিশেষ দিবস/উৎসব উপলক্ষ্যে কারা বন্দিদের উন্নত মানের খাবার সরবরাহের নিমিত্ত জনপ্রতি বরাদ্দ ৩০/- (ত্রিশ) টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৫০/- টাকা উন্নতিকরণ।

(২) আদালতগামী বন্দিদের দুপুরের খাবারের পরিবর্তে শুকনা খাবার সরবরাহের নিমিত্তে দৈনিক মাথাপিছু ২৬/- টাকা হারে বরাদ্দ প্রদান।

(৩) সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত লঘু দণ্ডে দন্ডিত সাজাভোগরত ২৮৮৪ জন কয়েদিকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তাদের অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করে কারাগার হতে মুক্তি প্রদান করা।

(৪) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দন্ডিত ২০ বছর বা তদূর্ধ্ব সময়কাল সাজাভোগরত কয়েদিদের মধ্যে ৩২৯ জন কয়েদিকে কারা বিধির ১ম খন্ডের ৫৬৯ ধারায় এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক তাদের অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করে কারাগার হতে মুক্তি প্রদান করা হয়।

২০২১: (১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের কারাগারসমূহে আটক বন্দিদের মাঝে মিষ্টান্ন বিতরণ ও উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য মাথাপিছু ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারাবন্দি পোষ্য ১,০০০ (এক হাজার) জনকে বঙ্গবন্ধু বৃত্তি প্রদান।

(৩) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক **'মুজিববর্ষ কারা বার্তা বিশেষ সংখ্যা'** প্রকাশ করা হয়েছে।

(৪) পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের কারাগারসমূহে আটক বন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য মাথাপিছু ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

রূপকল্প : রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ ।

অভিলক্ষ্য : বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ, তাদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, তাদের প্রতি মানবিক আচরণ সমুন্নত রাখা, কারাগারে কঠোর নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও আইনজীবীর সাথে সাক্ষাৎ নিশ্চিতকরা এবং একজন সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মোটিভেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান ।

কারা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সাধারণ কার্যাবলি :

১	বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ
২	বন্দিদের আইন সহায়তা নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ

৩	বন্দিদের স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন, খাদ্য ও চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ
৪	বন্দিদের স্বাক্ষরতা, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে চারিত্রিক সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সুস্থ জীবনযাপনে অভ্যস্থকরণ
৫	বন্দিদের নথি সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ
৬	নির্ধারিত তারিখে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বন্দিদের বিচারিক আদালতে হাজিরা নিশ্চিতকরণ
৭	বিধি মোতাবেক বন্দিদের দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থাকরণ
৮	মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে নিরাময়ের ব্যবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টিকরণ
৯	মহিলা বন্দিদের সাথে অবস্থানরত শিশুদের মানসিক বিকাশ ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ
১০	বন্দিদের মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ
১১	বন্দি পরিচালনায় বিজ্ঞ আদালতের যাবতীয় নির্দেশনা প্রতিপালন
১২	কারা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা নিশ্চতকরণ
১৩	কারাভ্যন্তরে বিভিন্ন খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে বন্দিদের মানসিক বিকাশের সহায়ক ভূমিকা পালন
১৪	নবনিযুক্ত কারারক্ষীদের মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ
১৫	বন্দি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান
১৬	কারাশিল্প এবং কারাবাগানে উৎপাদন বৃদ্ধিকরতঃ সরকারি অর্থসাশ্রয় ও রাজস্ব বৃদ্ধিকরণ
১৭	কারাগারে বন্দি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্দ হতে লভ্যাংশের ৫০% হিসেবে সংশ্লিষ্ট বন্দিকে পারিশ্রমিক প্রদান
১৮	সকল কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ।

২০০৯ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে কারা অধিদপ্তরের অর্জন/সমৃদ্ধির তুলনামূলক বিবরণীঃ

দপ্তরের নাম	বিষয়	২০০৮-২০০৯	২০২১-২০২২	মন্তব্য
কারা অধিদপ্তর	রাজস্বখাতে সৃজিত পদ	৮৩৬৫ টি	১২১৭৮ টি	নতুন ৩৮১৩ টি পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।
	রাজস্ব বাজেট	২৯৮,৫৬,২৫,০০০/-	৯৩৯,০৪,২৫,০০০/-	বাজেটের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৪০,৪৮,০০,০০০/- টাকা
	কয়েদী বন্দিদের শ্রমের	পূর্বে ছিলনা	১২৭৪০ জন বন্দিকে	--

	বিনিময়ে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্দ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% পারিশ্রমিক প্রদান		৩৪,৪৫,২০৭/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।	
	বন্দিদের জন্য ফোনবুথ স্থাপন	পূর্বে ছিলনা	কারাগারে ফোনবুথ 'স্বজন' স্থাপন বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম যুগোপযোগী পদক্ষেপ যার ফলে কারা বন্দিরা প্রতি সপ্তাহে একদিন নিকটতম আত্মীয় স্বজনের সাথে পারিবারিক ও আইনী সহায়তা বিষয়ে যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছে।	--
	সকালের নাস্তা	বৃটিশ আমল হতে বন্দিদের সকালের নাস্তায় রুটি-গুড় প্রচলিত ছিল	বন্দিদের সকালের নাস্তায় প্রচলিত রুটি-গুড়ের পরিবর্তে খিচুড়ি, সবজি, রুটি ও হালুয়া প্রদান করা হচ্ছে।	--
	বালিশ ও কম্বল	বৃটিশ আমল হতে কারাগারে বন্দিদের জন্য ৩ টি কম্বল বরাদ্দ ছিল	বৃটিশ আমল হতে প্রচলিত কারাগারের আটক বন্দিদের প্রাপ্য ৩ টি কম্বলের মধ্যে ১ টি কম্বলের পরিবর্তে ১ টি শিমুল তুলার বালিশ প্রদান করা হচ্ছে।	--
	ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান ক্রয়	পূর্বে ছিলনা	কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি ও মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের গুরুত্বপূর্ণ মামলার আসামিদের আনা-নেওয়ার জন্য একটি ১০ আসন বিশিষ্ট (ভি আই পি) ও অপর একটি ৪০ আসন বিশিষ্ট (সাধারন) ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান ক্রয় করা হয়;	--
	ক্রয় প্রক্রিয়া	পূর্বে ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া ছিল না, সাধারণ প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করা হতো।	বর্তমান সরকারের ডিজিটাল উন্নয়নের অংশ হিসেবে প্রণীত নীতিমালার আলোকে ই-জিপির মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের প্রায় ১০০% ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।	--
কারা অধিদপ্তর	বন্দি বিনিময় প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে TSP চুক্তি স্বাক্ষর	পূর্বে ছিল না	বর্তমানে চালু রয়েছে	--
	বন্দিদের এক কারাগার হতে	১৬/- টাকা	১০০/- টাকা	মাথাপিছু ৮৪/-

	অন্য কারাগারে স্থানান্তরকালে খোড়াকী ভাতা মাথাপিছু বরাদ্দ			টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দপ্তরের নাম	বিষয়	২০০৮-২০০৯	২০২১-২০২২	মন্তব্য
	কারাগারে আটক বন্দিদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য ধর্মীয় শিক্ষকের প্রতি ভিজিটে সম্মানি	৫০/- টাকা	২০০/- টাকা	১৫০/- টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
	বন্দিদের ইফতারীর জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ	১৫/- টাকা	৩০/- টাকা	মাথাপিছু ১৫/- টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
	কারাভ্যন্তরে কয়েদি পরিচ্ছন্নতা কর্মীর মাসিক বেতন	২০/- টাকা	৫০০/- টাকা	৪৫০/- টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
	বিশেষ দিবস উপলক্ষ্যে বন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ	৩০/- টাকা	১৫০/- টাকা	মাথাপিছু ১২০/- টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
	আদালতগামী বন্দিদের দুপুরের খাবারের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ	পূর্বে ছিল না	বর্তমানে ২৬/- টাকা করা হয়েছে	--
	কারাগারে আটক বন্দিদের সাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে দেশের ৩৮ টি কারাগারে ৩৯ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছে	পূর্বে ছিল না	জুলাই/১৪ হতে জুন/২২ সময়ে ৬৪,৪৯২ জন বন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	--
	নতুন জায়গায় কারাগার নির্মাণ (ক) গোপালগঞ্জ, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চাঁদপুর, নাটোর, নীলফামারী, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, ফেনী, পিরোজপুর, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ এবং মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ নির্মাণ	কারাগারগুলো ছিল অনেক ছোট, অতি পুরাতন, এবং জরাজীর্ণ।	পূর্বের অবস্থান থেকে সরিয়ে বৃহৎ পরিসরে নতুন আধুনিক কারাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আবাসন সমস্যা লাঘব হয়েছে।	--
	(খ) হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ	পূর্বে কোন কারাগার ছিল না।	হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণের ফলে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত এবং দীর্ঘ মেয়াদি সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের নিরাপদে আটক রাখা	--

			সম্ভব হচ্ছে।	
	(গ) চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর কারাগার সম্প্রসারণ	কারাগার দুটি ছিল অনেক ছোট, অতি পুরাতন এবং জরাজীর্ণ।	চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর কারাগারকে পূর্বের অবস্থানে রেখে সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এর ফলে বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ আবাসন সমস্যা লাঘব হয়েছে।	--
কারা অধিদপ্তর	বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি	বন্দি ধারণক্ষমতা ছিল ২৮,৬৬৮ জন।	বন্দি ধারণক্ষমতা ১৩,৭৮২ বৃদ্ধি করা হয়েছে, মোট ধারণক্ষমতা হয়েছে ৪২,৬২৬ জন। ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে বন্দিদের আবাসন সমস্যা অনেকটা লাঘব হয়েছে।	--

দপ্তরের নাম	বিষয়	২০০৮-২০০৯	২০২১-২০২২	মন্তব্য
কারা অধিদপ্তর	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর স্থাপন	পূর্বে জাদুঘর ছিল না।	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় জাদুঘর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের কাজ চলমান আছে। কাজ সম্পন্ন হলেই জাদুঘর দুটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।	--
	বিডিআর বিচারের জন্য অস্থায়ী আদালত ভবন নির্মাণ	পূর্বে কোন স্থাপনা ছিল না।	২০০৯ সালে বিডিআর হত্যাকান্ডে জড়িতদের বিচারের জন্য কারা অধিদপ্তর প্যারেড মাঠে মাত্র ৩২ দিনে অস্থায়ী আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে উক্ত আদালত ভবনে বিভিন্ন মামলার বিচার কার্য চলছে।	--
	কারাগারে যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ	কারা সদর দপ্তর এবং বিভাগীয় দপ্তরে মাত্র ৬টি গাড়ী ছিল। কারাগারসমূহে কোন যানবাহন ছিল না।	কারা বিভাগের জন্য প্রকল্পের আওতায় ১৮১টি যানবাহন ও ৬০৭টি বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া রংপুর ও বরিশাল বিভাগীয় কারা উপ-মহাপরিদর্শকদ্বয়ের ব্যবহারের জন্য রাজস্ব খাত হতে ০২টি জিপ গাড়ি ক্রয় করা হয়;	--

	মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ	মহিলা কারারক্ষীদের জন্য পৃথক কোন আবাসন ছিল না।	৪০টি কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৩৯৯টি ফ্লাট নির্মাণ করা হয়েছে।	--
	কারা বেকারী চালু	কোন কারা বেকারী ছিল না।	কারা বেকারী চালুর মাধ্যমে বেকারীতে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে।	--
কারা অধিদপ্তর	কারাগারে আধুনিক নিরাপত্তামূলক যন্ত্রপাতি সংযোজন	কারাগারে উল্লেখযোগ্য কোন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছিল না।	ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩২টি কারাগারে আধুনিক নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম সংযোজনের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।	--
	কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালুকরণ	কোন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ছিল না।	কারা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়াতে সরকারের অনুমোদনক্রমে কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু করা হয়েছে।	--
	অফিসার্স মেস নির্মাণ	কোন অফিসার্স মেস ছিল না।	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় অফিসার্স মেস নির্মাণ করা হয়েছে।	--
কারা অধিদপ্তর	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ	এখানে কারাগার ছিল।	২২৮ বছরের পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় করাগার ঢাকার কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তরের পর পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জমির পরিকল্পিত ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী ‘পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন’ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হবে। ঢাকার মধ্যযুগের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা হবে। এখানে উন্মুক্ত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন করা যাবে এবং গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হবে। সবুজে ঘেরা একটি দৃষ্টিনন্দন এবং ঐতিহাসিক এলাকাটি হবে ঢাকাবাসীর জন্য হবে পরিবার পরিজন নিয়ে বেড়ানোর একটি সুন্দর ও আদর্শ জায়গা।	--
	ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস চালু	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে অনেক পুরাতন একটি প্রেস ছিল।	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস চালুর ফলে কারাগারের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ফর্ম ও প্রিন্টিং সামগ্রী সহজে ও স্বল্প মূল্যে	--

			সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।	
	ওয়েব বেজড্ প্রিজন ভ্যান সংযোজন	কারা বিভাগে কোন প্রিজন ভ্যান ছিল না।	০২ টি প্রিজন ভ্যান সংযোজনের ফলে জঙ্গী, টপটেরর ও ঝুঁকিপূর্ণ বন্দিদের নিরাপদে আদালতে এবং এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে।	--
	ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন	ডে-কেয়ার সেন্টার ছিল ২টি	বর্তমানে ডে-কেয়ার সেন্টার ৮টি।	নতুন ৬টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
	চলমান প্রকল্প	-	বর্তমানে কারা অধিদপ্তরের নিম্নে বর্ণিত ৮টি প্রকল্প চলমান রয়েছে- (ক) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (খ) কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প (গ) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (ঘ) কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প (ঙ) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প (চ) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প (ছ) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (জ) জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প	--
	নতুন প্রকল্প গ্রহণ	-	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ, কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন, সকল কারাগারে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ, দেশের সকল কারাগারে স্বজন লিংক স্থাপন এবং ঠাকুরগাঁও, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, ফরিদপুর, কুড়িগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি কারাগার নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণসহ মোট ১৮টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।	--
কারা অধিদপ্তর	“বন্দি প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন স্কুল” স্থাপন	কারা বিভাগে কোন “বন্দি প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন স্কুল” ছিল না।	বন্দিদের সাজাভোগ শেষে অপরাধ মুক্ত থেকে ভবিষ্যতে সমাজে পূনর্বাসনের লক্ষ্যে বন্দিদের জন্য “বন্দি প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন স্কুল” স্থাপন করা হয়েছে।	
	২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ	কারা বিভাগে বন্দিদের জন্য কোন ছিল না।	বন্দিদের উন্নত চিকিৎসার নিমিত্তে কাশিমপুর কারা কমপ্লেক্সে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।	

জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্রমিক	গ্রেড	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্যপদ সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১	২য় গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড	৩০৬	১৩৫	১৭১
২	১০ম গ্রেড হতে ১১ তম গ্রেড	২৯২	১৬৬	১২৬
৩	১২তম গ্রেড হতে ১৯ তম গ্রেড	১১৩০২	১০০৭৬	১২২৬
৪	২০ তম গ্রেড	২৭৮	২৩	২৫৫
	সর্বমোট=	**১২১৭৮**	**১০৪০০**	**১৭৭৮**

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) : প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা পদ্ধতি চালুর পর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর হতে কারা অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং কারা অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সার্বিক মূল্যায়নে এ অধিদপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের মধ্যে ৪র্থ স্থান অর্জন করে। উল্লেখ্য, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কৌশলগত উদ্দেশ্যে আওতায় ২৩টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করে গত ২৩.০৬.২০২২ তারিখ চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট টিম গঠন করা হয়েছে এবং সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)-কে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর

উদ্ভাবনী কার্যক্রম: কারা অধিদপ্তরের কার্যক্রম জনবান্ধব করার লক্ষ্যে নিয়মিত উদ্ভাবনী চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, কারা উপ-মহাপরিদর্শক, ঢাকা বিভাগ, ঢাকাকে প্রধান করে একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

- ইনোভেশন অফিসার - জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, কারা উপ-মহাপরিদর্শক, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
- ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী কার্যক্রমের সংখ্যা - ১০ টি।

ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা

ক্রম.	উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিষয়	অর্জিত ফলাফল	মন্তব্য
১	সাজাপ্রাপ্ত বন্দির মুক্তির তারিখ নির্ধারণী অ্যাপ (পিডিআর ক্যালকুলেটর/বন্দি ক্যালকুলেটর) যার মাধ্যমে বন্দির মুক্তির তারিখ নির্ধারনে উদ্ভাবনী ধারণ বাস্তবায়ন।	সকল সাজাপ্রাপ্ত বন্দির যেকোন প্রমোশন দেয়া, বদলী দেয়া, বিশেষ রেয়াত প্রদান সহ বিভিন্ন কাজে উক্ত হিসাবসমূহ সময়ে সময়ে করতে হয়। এছাড়া, সকল সাজাপ্রাপ্ত বন্দির উক্ত হিসাব সমূহ করে মুক্তির জন্য প্রাথমিক ভাবে নির্বাচন করার জন্য পিডিআর অ্যাপস অর্থাৎ বন্দিদের মুক্তির তারিখ নির্ধারণী অ্যাপস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। উক্ত অ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে বন্দির আত্মীয়-স্বজন কম সময়ে সুফল ভোগ করতে পারবে।	--
২	কারাগারে বন্দিদের জন্য মোবাইল ফোনবুথ (স্বজন) স্থাপন।	কারাগারে ফোনবুথ ‘স্বজন’ স্থাপন বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম যুগোপযোগী পদক্ষেপ যার ফলে কারাবন্দিরা প্রতি সপ্তাহে এক দিন নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সাথে পারিবারিক ও আইনি সহায়তা বিষয়ে যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছে।	--
৩	বিকাশের মাধ্যমে বন্দির পিসিতে টাকা প্রেরণ	মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিকাশ/নগদ এ কারাগারে না এসে সুবিধাজনক সময় ও স্থান থেকে বন্দিদের ক্যাশে প্রয়োজনীয় অর্থ (মাসে সর্বোচ্চ ২০০০/-) প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে।	--
৪	কারাগারসমূহের ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুকরণ	বন্দির আত্নীয়-স্বজন ও সেবাপ্রার্থীদের সেবা প্রদান সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। উক্ত সার্ভিস সেন্টারে বন্দিদের সাথে সাক্ষাতের স্লিপ সংগ্রহ, পিসিতে টাকা জমা, ওকালতনামা জমা গ্রহন, বন্দিদের প্রয়োজনীয় বৈধ দ্রব্যাদি (যেমন পোশাক) জমা, জামিন ও খালাস সম্পর্কিত তথ্য, মোবাইল ফোন ও ব্যাগ জমা, বন্দি সম্পর্কিত বৈধ তথ্য আনুসন্ধান, অভিযোগ নিষ্পত্তি ইত্যাদি সকল সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	--
৫	এসএমএস এর মাধ্যমে বন্দিদের অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদান	বন্দি এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে বদলি হলে অথবা বন্দির জামিন/খালাস হলে সহজে তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে এসএমএস ও অ্যাপ এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে বন্দির অবস্থান সংক্রান্ত যে কোন তথ্য তার স্বজন সহজে জানতে পারছে।	--

ক্রম.	উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিষয়	অর্জিত ফলাফল	মন্তব্য
৬	এসএমএস এর মাধ্যমে কারারক্ষীর নিয়োগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন	অনলাইনে এসএমএস এর মাধ্যমে কারারক্ষীর নিয়োগ প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে।	--
৭	ডিজিটাল প্রিজন্স ভ্যান সার্ভিস চালুকরণ	প্রিজন ভ্যান সংযোজনের ফলে জঙ্গী, টপটেরর ও ঝুঁকিপূর্ণ বন্দিদের নিরাপদে আদালতে এবং এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে।	--
৮	জামিনের তালিকার ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে	জামিন প্রাপ্ত বন্দিদের তালিকা এলইডি ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হচ্ছে, যা সহজে সকলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এক্ষেত্রে তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। এতে কারাবন্দি ও স্বজনদের দুর্ভোগ লাঘব ও বিভ্রান্তি দূর হচ্ছে।	--
৯	আলট্রাভায়োলেট হিডেন সিল	কারাভ্যন্তরে ভিজিটর ও বহিরাগতদের প্রবেশের ক্ষেত্রে সাধারণ কালি দিয়ে যে সিল দেয়া হয় তা সহজে মুছে ফেলা বা কোন অসৎ উদ্দেশ্যে কারসাজির মাধ্যমে কারা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা সম্ভব কিন্তু আলট্রাভায়োলেট হিডেন সিল ব্যবহৃত হলে ভিজিটর/বহিরাগত এবং বন্দির নিরাপত্তা প্রদান সহজ হয়েছে।	--
১০	Standard Leave Form এর মাধ্যমে কারা কর্মচারীদের ছুটির আবেদন প্রক্রিয়া সহজিকরণ	ছুটির আবেদন সহজে করার ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসনের জন্য আবেদনগুলো একটি নির্দিষ্ট ফরমেটে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।	--

ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত সেবা

ক্রমিক	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত সেবার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১.	ফোনবুক অ্যাপ প্রস্তুতপূর্বক বাস্তবায়ন।	একটি সেবা সহজীকরণের বিপরীতে ফোন বুক অ্যাপ প্রস্তুতপূর্বক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত অ্যাপটি কারা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে ব্যবহার করা যাবে।	
২.	এসএমএস এর মাধ্যমে বন্দিদের অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদান	বন্দি এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে বদলি হলে অথবা বন্দির জামিন/খালাস হলে সহজে তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে এসএমএস ও অ্যাপ এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে বন্দির অবস্থান সংক্রান্ত যে কোন তথ্য তার স্বজন সহজে জানতে পারছে।	
৩.	ওকালাতনামা স্বাক্ষরের	ওকালতনামা স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে স্টেপ কমানো হয়েছে যার	

	ক্ষেত্রে স্টেপ কমানো হয়েছে।	ফলে সেবাগ্রহণকারী স্বল্প সময়ের মধ্যে উক্ত সেবা গ্রহণ করতে পারছে।	
৪.	এসএমএস এর মাধ্যমে কারারক্ষীর নিয়োগ প্রক্রিয়া বাস্তাবায়ন	অনলাইনে এসএমএস এর মাধ্যমে কারারক্ষীর নিয়োগ প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে।	
৫.	বিকাশের মাধ্যমে বন্দির পিসিতে টাকা প্রেরণ	মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিকাশ/নগদ এ কারাগারে না এসে সুবিধাজনক সময় ও স্থান থেকে বন্দিদের ক্যাশে প্রয়োজনীয় অর্থ (মাসে সর্বোচ্চ ২০০০/-) প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে।	
৬.	কারাগারসমূহের ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুকরণ	বন্দির আত্নীয়-স্বজন ও সেবাপ্রার্থীদের সেবা প্রদান সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। উক্ত সার্ভিস সেন্টারে বন্দিদের সাথে সাক্ষাতের স্লিপ সংগ্রহ, পিসিতে টাকা জমা, ওকালতনামা জমা গ্রহন, বন্দিদের প্রয়োজনীয় বৈধ দ্রব্যাদি (যেমন পোশাক) জমা, জামিন ও খালাস সম্পর্কিত তথ্য, মোবাইল ফোন ও ব্যাগ জমা, বন্দি সম্পর্কিত বৈধ তথ্য আনুসন্ধান, অভিযোগ নিষ্পত্তি ইত্যাদি সকল সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	
৭.	ইন্টারকমের মাধ্যমে বন্দিদের সাক্ষাতকরণ	জনাকীর্ণ সাক্ষাত কক্ষে কোলাহলের কারণে স্বজনদের সাথে বন্দির সাক্ষাতের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়। উক্ত সেবার মাধ্যমে কোলাহলবিহীন পরিবেশে অর্থবহ সাক্ষাত সম্ভব হয়েছে।	
৮.	Standard Leave Form এর মাধ্যমে কারা কর্মচারীদের ছুটির আবেদন প্রক্রিয়া সহজিকরণ	ছুটির আবেদন সহজে করার ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসনের জন্য আবেদনগুলো একটি নির্দিষ্ট ফরমেটে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।	
৯.	জামিনের তালিকার ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে	জামিন প্রাপ্ত বন্দিদের তালিকা এলইডি ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হচ্ছে, যা সহজে সকলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এক্ষেত্রে তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। এতে কারাবন্দিদের স্বজনদের দুর্ভোগ লাঘব ও বিভ্রান্তি হচ্ছে।	

ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত ডিজিটাইজকৃত সেবা

ক্রমিক	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত ডিজিটাইজকৃত সেবার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৭
১.	My Gov Platform বাস্তবায়ন।	সেবা ডিজিটাইজেশনের বিপরীতে বন্দির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য অনলাইনে প্রদানের জন্য কারা অধিদপ্তরের My Gov Platform এ সেবাটি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কারা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট হতে উক্ত সেবাটি গ্রহণ করা যাবে।	

২.	কারাগারে বন্দিদের জন্য মোবাইল ফোনবুথ (স্বজন) স্থাপন।	কারাগারে ফোনবুথ 'স্বজন' স্থাপন বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম যুগোপযোগী পদক্ষেপ যার ফলে কারাবন্দিরা প্রতি সপ্তাহে এক দিন নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সাথে পারিবারিক ও আইনি সহায়তা বিষয়ে যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছে।	
৩.	এসএমএস এর মাধ্যমে কারারক্ষীর নিয়োগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন।	অনলাইনে এসএমএস এর মাধ্যমে কারারক্ষীর নিয়োগ প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে।	
৪.	ডিজিটাল প্রিজন্স ভ্যান সার্ভিস চালুকরণ।	প্রিজন ভ্যান সংযোজনের ফলে জঙ্গী, টপটেরর ও ঝুঁকিপূর্ণ বন্দিদের নিরাপদে আদালতে এবং এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে।	
৫.	বিকাশের মাধ্যমে বন্দির পিসিতে টাকা প্রেরণ।	মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিকাশ/নগদ এ কারাগারে না এসে সুবিধাজনক সময় ও স্থান থেকে বন্দিদের ক্যাশে প্রয়োজনীয় অর্থ (মাসে সর্বোচ্চ ২০০০/-) প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে।	
৬.	অ্যাপস এর মাধ্যমে বন্দিদের অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদান।	বন্দি এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে বদলি হলে অথবা বন্দির জামিন/খালাস হলে সহজে তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে এসএমএস ও অ্যাপস এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে বন্দির অবস্থান সংক্রান্ত যে কোন তথ্য তার স্বজন সহজে জানতে পারছে।	
৭.	জামিনের তালিকার ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে।	জামিন প্রাপ্ত বন্দিদের তালিকা এলইডি ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হচ্ছে, যা সহজে সকলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এক্ষেত্রে তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। এতে কারাবন্দিদের স্বজনদের দুর্ভোগ লাঘব ও বিভ্রান্তি হচ্ছে।	

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনঃ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টের লক্ষ্যে ১৬.৩.২ নং বৈশ্বিক সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কারা অধিদপ্তর লিড এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে :

16.3.2: Un-sentenced detainees as a proportion of overall prison population.

উক্ত বিষয়ে কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়া) ডাটা অনুমোদনকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি ট্রাকার সিস্টেমে ডাটা প্রদান করার জন্য ডেপুটি জেলার, আইসিটি সেল, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা ডাটা প্রদানকারী এবং ডেপুটি জেলার, প্রিজন্স ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, কারা অধিদপত্র, ঢাকা বিকল্প ডাটা প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । ডাটা প্রদানকারী কর্মকর্তা এসডিজি ট্রাকার সিস্টেমে নিয়মিত ডাটা প্রদান করে আসছেন ।

উল্লেখ্য, জার্মানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জিআইজেড এর আর্থিক সহায়তায় ০১ জুলাই ২০০৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে কারা অধিদপ্তর এবং দেশের ৪০টি কারাগারে "ইম্প্রুভমেন্ট অব দি রিয়্যাল সিচুয়েশন ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন্স ইন

বাংলাদেশ (আইআরএসওপি)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শেষ হয়েছে এবং ০১ জানুয়ারি ২০১৯ হতে "এক্সেস টু জাস্টিজ থ্রু প্রিজন্স রিফমর্স" প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত প্যারালিগ্যাল কার্যক্রমের মাধ্যমে ২৭,৫১৬ জন কারাবন্দিকে মুক্তিতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ১,৮১,৮৫২ জন বন্দিকে আইনী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সকল বন্দিদের সহায়তার ক্ষেত্রে প্যারালিগ্যালগণ উক্ত সময়কালে ৮ লক্ষ ২ হাজার ৪৬১টি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (যেমন: আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ, সরকারি আইনজীবী নিয়োগে সহায়তা, ওকালতনামা সংগ্রহে সহায়তা, মামলার নথিপত্র সংগ্রহ, জামিনদার সংগ্রহ প্রভৃতি)। এছাড়াও ৩,৬১,৮৯৫ বিচার প্রত্যাশীদের আদালত ও থানায় আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কারাবন্দিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০,৩০৮ জন বন্দিকে বিভিন্ন ট্রেড কোর্স ও মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সর্বোপরি ৭১৩ জন কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুষ্ঠু কারা ব্যবস্থাপনা ও গতিশীল নিরাপত্তা, মাদক চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা, কোভিড-১৯ এর প্রস্তুতি ও মানসিক চাপ এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন: সেবা গ্রহীতাদের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল কারাগারে দর্শনীয় স্থানে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে । কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ) ও কারা উপ-মহাপরিদর্শক (অতিঃ দাঃ) জনাব সুরাইয়া আক্তারকে প্রধান তথ্যপ্রদানকারী কর্মকর্তা এবং কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হককে আপীলকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে । ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ০৬ (ছয়) জন আবেদনকারীকে তাদের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়েছে ।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদন সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদন সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সংখ্যা	মন্তব্য
০৬টি	০৬টি	--	--

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা: কারা অধিদপ্তরে প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

- অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আপিল কর্মকর্তা - কর্নেল মোঃ আবরার হোসেন, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক ।
- অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা - জনাব সুরাইয়া আক্তার, কারা উপ-মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।
- মাঠপর্যায়ে আপিল নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা - সংশ্লিষ্ট বিভাগের কারা উপ-মহাপরিদর্শকগণ।
- মাঠপর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা - জেল সুপার/সিনিয়র জেল সুপার।

২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রাপ্ত অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা	মন্তব্য
৯৪টি	৯৪টি	০	--

উত্তম চর্চাঃ কারা অধিদপ্তরে যে সকল উত্তম চর্চা পালন করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

(১) স্বজন লিংক প্রকল্প বাস্তবায়নঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী কারা বন্দিদের পরিবারের সদস্যদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ স্থাপন এবং বন্দির মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে মোবাইল ফোনে কথা বলার জন্য টেলিফোন বুথ প্রকল্প "স্বজন" টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে ২৮ তারিখে ২০১৮-০৩-উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফোনবুথ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক

অনুমোদন করা হয়েছে। বন্দিদের সাথে তাদের আত্মীয়-স্বজনের কথা বলার সুবিধার্থে সকল কারাগারে মোবাইল ফোন বুথ স্থাপনসহ অবকাঠামোগত কাজ কারা অধিদপ্তরের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের এবং অডিও ভিডিও কলের সুবিধা স্থাপনের কারিগরি সংক্রান্ত কার্যক্রম সরকারি টেলিফোন সংস্থা টেলিটক এর মাধ্যমে সম্পাদন করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে। সে মোতাবেক পাইলট কার্যক্রম হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে ফোন বুথ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

(২) কারা বন্দিদেরকে ৫০% লভ্যাংশ প্রদান: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ২০২১২০২-২ অর্থবছরে কারাগারে বন্দিদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের লভ্যাংশ হতে ৫০২হিসেবে দেশের %৯টি কারাগারে ১২,৭৪০ জন বন্দিকে ৩৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ২০৭ টাকা পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়েছে।

(৩) কারা বন্দিদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি:কারাবন্দিদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির জন্য National Tele-communication Monitoring Centre (NTMC)-এর সহযোগিতায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কারা অধিদপ্তর এবং NTMC এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৪) কারাগারে ডাবল ফেইস লাইন সংযোগ স্থাপন: কারাগারে বিদ্যুৎ চলে গেলে বন্দিদের চরম ভোগান্তি রোধকল্পে দেশের ৪৪টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬টি কারাগারে ডাবল ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ১৮টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য করা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(৫) ডে-কেয়ার সেন্টার চালু: মায়ের সাথে অবস্থানরত শিশুদের নিরাপদ প্রতিপালনের জন্য কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ ৮ টি কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

(৬) ধর্মীয় শিক্ষদের বেতন বৃদ্ধি: কারাগারে আটক বন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী দৈনিক ৫০/- টাকা সম্মানী প্রদান করা হতো । এখন হতে ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী দৈনিক ৫০/- টাকা হতে ন্যুনতম ২০০/-টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে ।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে । এ বিষয়ে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে সহকারী কারা মহাপরিদর্শক জনাব মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন দায়িত্ব পালন করছেন । শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের জন্য কারা মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে । অত্র অধিদপ্তরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ৪টি সভা হয়েছে । নৈতিকতা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে । এছাড়া কারা অধিদপ্তরে সকল প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন বিষয়ক মডিউল চালু করা হয়েছে । ২০২১-২২ অর্থবছরে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে ২টি। শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

উন্নয়ন প্রকল্প: কারা অধিদপ্তরে বর্তমানে নিম্নবর্ণিত ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন	৬০৭৩৫.৮৫	১৩%	

	সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২) প্রস্তাবিতঃ জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৫	(প্রস্তাবিত ৯৮৫৭৩.০০)		
২	খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২৩)	২৮৮২৬.৪১	৮০%	
৩	কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৩)	৭৩৪২.৩৬	৭০%	
৪	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২) প্রস্তাবিতঃ জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৩)	১২৭৬০.৬৪ (প্রস্তাবিত ২৩৪১৬.০০)	৮০%	
৫	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২২) প্রস্তাবিতঃ জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	৪৯৯৮.২৪	৬০%	
৬	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২) প্রস্তাবিতঃ জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৫	৬২৪৯৮.২০ (প্রস্তাবিত ৬১৬১৭.০০)	১৭%	
৭	নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৪)	৩২৬৯৮.৪৩	৪১%	
৮	জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	২১০০২.৭৫	৪%	
	সর্বমোট=	**২৩০৮৬২.৮৮**		

১. পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প : বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার স্মৃতি বিজড়িত "পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ১১-০৯-২০১৮ তারিখে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৭৩৫.৮৫ লক্ষ টাকা। প্রস্তাবিত ব্যয় ৯৮৫৭৩.০০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়ন কাল-জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত। প্রস্তাবিত মেয়াদ জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৫। এ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ১৩%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস তথা বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর, জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং ঢাকার মধ্যযুগের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা; কারা অধিদপ্তরের আওতায় সরকারি জমির পরিকল্পিত ব্যবহার; উন্মুক্ত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন করা; গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি এবং পুরাতন ঢাকার ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা।

কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক ১৩.১০.২০২২ বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার স্মৃতি বিজড়িত "পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প পরিদর্শন করেন

২. খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প: প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০১.১১.২০১১ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-২৮৮২৬.৪১ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০২৩। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৮০%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত অতি পুরাতন জরাজীর্ণ খুলনা জেলা কারাগারকে বর্তমান স্থান থেকে স্থানান্তর করে আরও বৃহৎ পরিসরে নির্মাণের মাধ্যমে বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা।

৩. কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প: প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০৯-৬-২০১৫ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-৭৩৪২.৩৬ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৭০%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলা।

৪.ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প: প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২২-১২-২০১৫ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-১২৭৬০.৬৪ লক্ষ টাকা। প্রস্তাবিত ব্যয় ২৩৪১৬.০০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২। প্রস্তাবিত মেয়াদ জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৮০%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রায় ২০০ বছরের পুরাতন ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারকে বর্তমান স্থানে রেখে আরও বৃহৎ পরিসরে নির্মাণের মাধ্যমে বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা।

৫. কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প : প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২৪-০৫-২০১৬ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়- ৪৯৯৮.২৪ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২। প্রস্তাবিত মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২২। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৬০%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কারা অধিদপ্তর-কে শক্তিশালীকরণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে কারা নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ।

৬. কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২৩-১০-২০১৮ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়- ৬২৪৯৮.২০ লক্ষ টাকা। প্রস্তাবিত ব্যয় ৬১৬১৭.০০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২২। প্রস্তাবিত মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৫। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ১৭%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দি আবাসন, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা বৃদ্ধি করা; কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসবাসের উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি করা; নিরাপদ ও যুগোপযোগী আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করা।

৭. নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প: প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমেদিত হয় ০৩.০৯-২০১৯ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৬৯৮.৪৩ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৪১%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ও নতুন জেলা কারাগার নির্মাণ এবং কারা বন্দিদের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ।

৮. জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প: প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২১-০৬-২০২০ তারিখে। প্রকল্পটির ব্যয় ২১০০২.৭৫ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৪%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন কারাগার নির্মাণ এবং কারা বন্দিদের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ। কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একক ও পারিবারিক বাসস্থান নির্মাণের মাধ্যমে তাদের জীবন মান উন্নত করা।

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় কারা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

- প্রত্যেক কারাগারের মূল ফটকে সাবান/হ্যান্ডওয়াশ/হ্যান্ড স্যানিটাইজার স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। যেন নবাগত বন্দিরা হাত ও মুখ ধৌত করে জীবানুমুক্ত হয়ে কারাগারে প্রবেশ করতে পারে;

কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাস্থ্য বিধি মেনে কারাগারে প্রবেশ

- দৃশ্যমান স্থানে ছবিসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষার নির্দেশনা ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- সকল কারা কর্মকর্তা/কর্মচারী ও বন্দিদের হাঁচি, কাশির পর হাত ভালোভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলার এবং হাঁচি, কাশির সময় নাক ও মুখ ঢেকে রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে;

কারাগারে নবাগত বন্দিদের অন্তত: ১৪দিন পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য ০১টি আমদানি ওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা এবং কোয়ারান্টাইন সময় নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে;

- করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসন ও সিভিল সার্জন এর সাথে সমন্বয়পূর্বক কারাগারসমূহে নিরবচ্ছিন্ন প্রেষণা প্রদান ও সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে;
- কোনো কারা কর্মকর্তা/কর্মচারী ও বন্দির করোনার লক্ষণ দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে পৃথক করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে;
- বন্দি ও কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করোনায় আক্রান্ত/চিকিৎসা/মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য নির্দিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করণের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- **কারাগারে সম্ভাব্য যেকোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য প্রত্যেক বিভাগের কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারসমূহে ৬ সদস্য বিশিষ্ট ইমারর্জেন্সি রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে;**
- কারা ফটকে দর্শনযোগ্য স্থানে করোনা ভাইরাস সনাক্তকরণ সংক্রান্ত জাতীয় হটলাইন নম্বরসমূহ প্রদর্শন করা হচ্ছে;
- বন্দিদের জন্য ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার তথা ভিটামিন সি এর দৈনিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে;
- করোনা আক্রান্ত সন্দেহাধীন কোনো বন্দির জামিননামা আসলে তাকে জামিন ছাড়ার পূর্বে স্থানীয় সিভিল সার্জনকে অবগত করা হচ্ছে;
- কারা আবাসিক এলাকায় রোলকলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে সকলকে অবগত করা হচ্ছে;
- প্রত্যেক কারাগারে সরবরাহকৃত স্প্রে মেশিন দ্বারা প্রতিটি কক্ষ দিনে একবার করে জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে;
- কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদেশ ফেরত আত্মীয়-স্বজনকে কারা এলাকায় আসা থেকে বিরত রাখতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে;
- করোনা পরিস্থিতির ভবিষ্যত ভয়াবহতা মোকাবেলার জন্য প্রত্যেক বিভাগে ১টি করে করোনা কোয়ারেন্টাইন সেন্টার চালু করা হয়েছে ;
- দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সংক্রান্ত উদ্ভুত পরিস্থিতিতে কারাবন্দিদের জন্য কারাগারসমূহে জরুরি ফোন বুথস্থাপন ও ফোনে কথা বলার অনুমতি (শর্ত সাপেক্ষে) প্রদান করা হয়েছে;
- কারা বন্দিদের ফোনে কথোপকথনের বিস্তারিত তথ্য (যেমন-কথা বলার সময়, কোন নম্বরে কথা হয়েছে,কার সাথে কথা হয়েছে ইত্যাদি তথ্য) রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- সরকারের নির্দেশনার আলোকে সীমিত পরিসরে সকল ধরণের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ পূর্বক কারাগারে আটক বন্দিদের সাথে তাদের আত্মীয় স্বজনের দেখা সাক্ষাত পুনরায় চালু করা হয়েছে।
- জামিনযোগ্য বন্দিদের জামিন প্রদান/মামলা নিস্পত্তির জন্য সরকার কর্তৃক ভার্চুয়াল কোর্ট পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;
- সরকার কারাগারের বন্দি সংখ্যাধিক্যতা হ্রাস করার লক্ষ্যে ২৮৮৪ জন বন্দিকে মুক্তি প্রদান করেছেন;
- কর্মকর্তা কর্মচারীর মোট কর্মরত সংখ্যা=১০,৪১৬, ১ম ডোজ গ্রহণকারীর সংখ্যা=১০,৪৩১, ২য় ডোজ গ্রহণকারীর সংখ্যা=১০,৩২০ এবং বুস্টার ডোজ গ্রহণকারীর সংখ্যা=৬,১২৫ জন।
- ভ্যাকসিন গ্রহণকারী বন্দি সংখ্যা=৮৪,৩৩৫ জন, ১ম ডোজ গ্রহণকারীর সংখ্যা=৮৪,৩৩৫ জন এবং ২য় ডোজ গ্রহণকারীর সংখ্যা=৪৫,০৭০ জন। বুস্টার ডোজ গ্রহণকারীর সংখ্যা=১০,৪৪০ জন।

  এছাড়াও সরকারের স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য সকল কারাগার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে।

কারাগারে বন্দিদের ভ্যাকসিন প্রদান

কারাগারে বন্দিদের ভ্যাকসিন প্রদান

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

১। কারা অধিদপ্তর, ৮ টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮ টি কারাগারে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে কারা কনভেনশন সেন্টার, কারা অধিদপ্তর, ঢাকায় বিশেষ আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

৩। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উদযাপন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে ১৭-৩-২০২২ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন

১৭-৩-২০২২ তারিখে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উদযাপন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা আয়োজন

৪। ২৬ মার্চ, ২০২২ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর শিশুদের বিভিন্ন ধরণের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক।

২৬ মার্চ, ২০২২ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

৫। কারা অধিদপ্তরে ২ টি ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, কারা জীবন, মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়া চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, লক্ষীপুর, নেত্রকোণা, নারায়ণগঞ্জ, শরীয়তপুর, সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারসমূহে ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, কারা জীবন, মতাদর্শ ডিজিটাল বিলবোর্ডে প্রদর্শন করা হচ্ছে। অন্যান্য কারাগারসমূহে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

বঙ্গবন্ধুর জীবনী এবং ৭ মার্চ এর ভাষণ ডিজিটাল বিলবোর্ডে প্রদর্শন।

৬। সরকারের ডিজিটাল কার্যক্রম অংশ হিসেবে কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের উদ্যোগে কারা সদর দপ্তরে প্রথম বারের মত ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে শোকাবহ আগস্টের শোকবার্তা প্রদর্শন করা হয়।

৭। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারা বন্দি পোষ্যদের বঙ্গবন্ধু বৃত্তি প্রদান করা হয়।

৮। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের **'শেখ রাসেল স্মৃতি বৃত্তি'** প্রদান করা হচ্ছে।

৯। দেশের কারাগারসমূহে চিত্রাঙ্কন, রচনা, গল্প ও কবিতা পাঠ, হামদ, নাথ, নাচ, গান, অভিনয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১০। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ কারা কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সূচিতে অন্তর্ভূক্ত করে কারারক্ষীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে পাঠদান অব্যাহত রয়েছে।

১১। কারা অধিদপ্তর, ৮ টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮ টি কারাগারে বঙ্গবন্ধু ও তার জেল জীবন নিয়ে ব্যানার প্রদর্শন করা হয়েছে।

১২। কারা অধিদপ্তর, ৮ টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮ টি কারাগারে মুজিববর্ষের শুরুর দিন থেকে পর পর তিন দিন আলোকসজ্জা করা হয়েছে।

১৩। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক **'মুজিববর্ষ কারা বার্তা বিশেষ সংখ্যা'** প্রকাশ করা হয়েছে।

১৪। দেশের সকল কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারসমূহে দোয়া মাহফিলের আয়োজনসহ কারা বন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।

১৫। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কারা অধিদপ্তরসহ দেশের সকল কারাগারে ফলজ, বনজ এবং ওষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

১৬। ০৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে নির্ধারিত সময়ে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের নেতৃত্বে অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু ও শহীদ জাতীয় চার নেতার স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সকল কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার জীবনী নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা সভা, মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতীয় চার নেতার অবদান শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

কারা অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন ও বিশেষ দোয়ার আয়োজন।

১৭। ঐতিহাসিক ৭মার্চ, ২০২২ জাতীয় দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মাননীয় সচিব সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন। এ সময় সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন সকল দপ্তর প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক ৭মার্চ, ২০২২ জাতীয় দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন

ঐতিহাসিক ৭মার্চ, ২০২২ জাতীয় দিবসে বিশেষ দোয়ার আয়োজন

প্রশিক্ষণ :

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ :

কারা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কারাগারসমূহকে সংশোধনাগারে রূপান্তরের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে । ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৭২৮ জন কর্মকর্তা এবং ১৫২৪ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২৭-০২-২০২২ তারিখে ১২তম ডেপুটি জেলার এবং ৫৯তম কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি

২৭-০২-২০২২ তারিখে ১২তম ডেপুটি জেলার এবং ৫৯তম কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি

বন্দি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

১। কারা বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে । দেশের কারাগারসমূহে আটক সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা সাজা ভোগ শেষে অপরাধমুক্ত থেকে সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৩৮ টি কারাগারে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক ৩৯টি ট্রেডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০২১-২০২২ মেয়াদে ১০,৩০৮ জন কারাবন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ০১ জুলাই, ২০১৪ থেকে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত দেশের ৩৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে সর্বমোট ৬৪,৪৯২ জন বন্দিকে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি কারাগারে বন্দি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুর জন্য ইতিমধ্যে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

কারাগারে বন্দিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৩। বন্দিদের আত্ম-কর্মসংস্থান মূলক কাজের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

কারাগারে বন্দিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৪। বন্দিদের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, গাজীপুরে "কারাবন্দি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন স্কুল" প্রশিক্ষণ স্কুল চালু করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস, আধুনিক বেকারি, পাওয়ার লুম, পার্টিকেল বোর্ড এর আসবাবপত্র তৈরি, জুতা তৈরি, এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ, মোজা তৈরি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নতুনভাবে শুরু করা হয়েছে । এছাড়া বন্দিদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের ৩০টি কারাগারে হস্তশিল্পের পাশাপাশি ডিজিটাল প্রিন্টিং, পাওয়ারলুম পরিচালনা, জুতা ও চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি, বুক বাইন্ডিং, মেসিনারি, গার্মেন্টস, হাউজহোল্ড ইলেকট্রিক ওয়ারিং, এমব্রয়ডারি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে ।

বন্দিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

বন্দিদের চিত্রশিল্পের কার্যক্রম

বন্দিদের কাপড় তৈরীর কার্যক্রম

৫। কারাগারে আটক মাদকাসক্ত বন্দিদের মোটিভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং মাদকাসক্ত বন্দিদের পৃথক ওয়ার্ডে রেখে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রতিমাসে দেশের সকল কারাগারে নিয়মিত মাদক বিরোধী সভা আয়োজনের মাধ্যমে বন্দিদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬। কারাগার হতে মুক্তির পর সমাজে পূর্নবাসন/প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্তে সমাজসেবা/যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;

৭। কয়েদীদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% সংশ্লিষ্ট কয়েদিকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে। জুন,২০২২ পর্যন্ত ১২৭৪০ জন বন্দিকে ৩৪,৪৫,২০৭/- টাকা প্রদানকরা হয়েছে।

৮। ২৬ তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বানিজ্য মেলা ২০২২ এ বাংলাদেশ জেল এর কারাপণ্য 3rd best general pavilion পুরষ্কার অর্জন করে।

২৬ তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বানিজ্য মেলা ২০২২ এ বাংলাদেশ জেল এর কারাপণ্য
3rd best general pavilion পুরস্কার অর্জন

অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ :

(১)আবাসিক সংকট নিরসন এবং কারাগারের বন্দিদের জীবনমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, জামালপুর কারাগার সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মান এবং খুলনা ও নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

(২) ৪০টি কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৩৯৯ টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে।

(৩) কক্সবাজার জেলার উখিয়ায় দেশের প্রথম উন্মুক্ত কারাগার নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে ১৬০.০০ একর জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

(৪) ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩২ টি কারাগারে লাগেজ স্ক্যানার, বডি স্ক্যানার, আর্চওয়েমেটাল ডিটেক্টর, ওয়াকিটকিসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। এর সাথে প্রতিটি কারাগারে একটি করে নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।

(৫) কারা অধিদপ্তরের খেলোয়াড় কারারক্ষীদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ জেল দল জাতীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে।

(৬) নিয়মিত কৃতি খেলোয়াড়দের প্রণোদনা এবং সংবর্ধনা প্রদান করা হচ্ছে।

ভবিষৎ পরিকল্পনার বিবরণঃ বাংলাদেশের কারাগারগুলোকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ-
(ক) স্বল্প মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা:

(১) কক্সবাজার, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, বি-বাড়িয়া এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার-এর ধারণ ক্ষমতাবৃদ্ধি।

(২) কারা কর্মকর্তা এবং কর্মচারিদের পদমর্যাদা ও গ্রেড উন্নীতকরণ।
(৩) যেসকল কারাগারে পেরিমিটার দেয়ালের উচ্চতা ১৮ ফুট এর কম সে সকল কারাগারের পেরিমিটার ওয়ালের উচ্চতা ১৮ ফুটে উন্নীত করণ।

(৪) যে সকল কারাগারে ওয়াচটাওয়ার এবং সার্চলাইট নেই, সেগুলোতে ওয়াচটাওয়ার নির্মাণ এবং লাইট সংযোজন।
(৫) কারা বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটাবেজ তৈরি।
(৬) কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় কারা উপ-মহাপরিদর্শক এর দপ্তর, কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে জনবল বৃদ্ধিকরণ।
(৭) কারা অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনকরণ।

(খ) মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা:
(১) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে কারাগার চালুকরণ ।

(২) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করণ।

(৩) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ আলোর কাজ সম্পন্ন করণ ।

(৪) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ ।

(৫) জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ ।

(৬) ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার নির্মাণ ।

(৭) ২ পার্বত্যজেলা (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি) কারাগার পুনঃনির্মাণ ।

(৮) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জে বঙ্গবন্ধু কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ।

(৯) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ।

(১০) দেশের সকল কারাগারে বন্দিদের জন্য ফোন বুথ স্থাপন ।